২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা</th><th>প্রস্তাব
(সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)</th><th>যুক্তি</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>কর্পোরেট কর:

বিদ্যমান কর্পোরেট করের হার<table><tr><th>ব্যবসার প্রকারভেদ</th><th>বিদ্যমান কর হার</th></tr><tr><td>১. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানি</td><td>৩২.৫%</td></tr><tr><td>২. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি</td><td>২৫%</td></tr></table></td><td>প্রগেসিভ হারে কর্পোরেট কর হার সকল স্তর থেকে আগামী ২০২১-২২, ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে ২.৫%, ৫% ও ৭.৫% হারে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

প্রস্তাবিত কর্পোরেট করের হার<table><tr><th>২০২১-২২</th><th>২০২২-২০২৩</th><th>২০২৩-২৪</th></tr><tr><td>৩০.৫%</td><td>২৭.৫%</td><td>২৫.৫%</td></tr><tr><td>২২.৫%</td><td>২০%</td><td>১৭.৫%</td></tr></table></td><td>বর্তমানে গড় কর্পোরেট করহার বিশ্বে ২৩.৮% এশিয়ায় ২১.১৩% এবং ওইসিডি দেশে ২৩%। ভারতে কর্পোরেট কর হার ২৫.২%, পাকিস্তানে ২৯%, শ্রিলংকায় ২৮% ভিয়েতনামে, ইন্দোনেশিয়া এবং মিয়ানমারের কর্পোরেট করের হার ২০%।

অন্যদিকে বাংলাদেশের কর্পোরেট ট্যাক্স হার ৩২.৫%, সর্বোচ্চ ৪৫% ও সর্বনিম্ন ১০%। এই করের হার বাংলাদেশকে বিনিয়োগের জন্য কম আকর্ষণীয় করে তোলে এবং হ্রাসকৃত কর্পোরেট ট্যাক্স নতুন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই-এর উপ ধারা (১) অনুযায়ী ১০% উৎসে কর কর্তন করে ধারা ৮২সি-এর আওতায় সর্বনিম্ন কর হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থবছর শেষে স্বাভাবিক কর হারের তুলনায় অতিরিক্ত আয়কর পরিশোধ করতে হচ্ছে “টোটাল ট্যাক্স ইনসিডেন্স” বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে।</td><td>আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই (১) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনকে ধারা ৮২সি অনুযায়ী সর্বনিম্ন কর নির্ধারণ হিসেবে বিবেচনা না করার প্রস্তাব করছি।</td><td>আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর ধারা ৮২সি এর আওতায় সর্বনিম্ন কর হিসেবে বিবেচনা করা হলে করদাতা উৎসে যদি অতিরিক্ত কর দিয়েও থাকেন, তিনি রিটার্নের সময় তা সমন্বয় করতে পারেন না। কারণ ৮২সি’র উপধারা-(৬) অনুযায়ী নূন্যতম কর যদি স্বাভাবিক বা রেগুলার ট্যাক্সের তুলনায় বেশি হয়, তবে তা সমন্বয় করা যাবে না। অতিরিক্ত সর্বনিম্ন করই প্রদান করতে হবে। ফলে সর্বনিম্ন কর হিসেবে ১০% উৎসে কর কর্তনের কারণে কোম্পানিকে স্বাভাবিক কর হারের তুলনায় বড় আকারের আয়কর প্রদান করতে হয়। একই সমস্যায় সম্মুখীন হচ্ছেন দেশের টেলিকম খাতসহ অন্যান্য খাতের ব্যবসায়ী । এ প্রেক্ষিতে ৫৩ই এর উপ ধারা (১) অনুযায়ী ১০% উৎসে করকে ৮২সি-এর আওতায় সর্বনিম্ন কর নির্ধারণ না করে সর্বনিম্ন করের ধারা থেকে ৫৩ই-কে বাদ দেয়ার প্রস্তাব করছি। যাতে করে তা অগ্রিম আয়কর হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং একজন ডিস্ট্রিবিউটর বা ব্যবসায়ী উৎসে কর প্রদান করলে তা রিফান্ড গ্রহণের বা ক্যারি ফরওয়ার্ড করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।</td></tr>
</table>

২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৩.	কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত, ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত এবং পরিশোধিত পুঁজির উপর ঘোষিত কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর বিদ্যমান ২০% কর রয়েছে।	• কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর বিদ্যমান ২০% করের পরিবর্তে ১০% কর নির্ধারণের প্রস্তাব করছি । • অপারেটিং কোম্পানি থেকে অন্য কোন নন-সাবসিডিয়ারি কোম্পানির উপর বিদ্যমান ডিভিডেন্ড ট্যাক্স বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি। শুধুমাত্র যদি কোম্পানি থেকে ব্যাক্তি ডিভিড্যান্ড প্রাপ্ত হয়, তখন উক্ত ডিভিডেন্ড আয় করযোগ্য করার প্রস্তাব করছি।	কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর কর হ্রাস করা হলে শুধু ব্যাক্তি নয় বরং প্রতিষ্ঠানও পুনঃবিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে।
৪.	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০ এর পি অনুযায়ী বিজেনেস প্রমোশন খাতে ব্যয় করলে তার মোট টার্নওভারের ০.২৫% অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেব গণ্য হবে।	• আমরা এই ধারার আওতায় শুধুমাত্র যেখানে এ ধরনের খরচ করলে কোন অনৈতিক কার্যক্রম ও জনস্বার্থবিরোধী হয়, সে সমস্ত খাতে এই বিধান বলবৎ রেখে অন্য খাতগুলোকে এই বিধান থেকে প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।	বিজনেস প্রমোশন হচ্ছে ব্যবসার জন্য অত্যাবশ্যকীয় খরচ, যা না করলে কোম্পানি টার্নওভার বৃদ্ধি বা ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারে না।
৫.	বর্তমানে অর্থ আইন,২০২০ দ্বারা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি(৪) ধারা সংশোধন করে ব্যাক্তি করদাতা মোট প্রাপ্তির (Gross Receipt) উপর নূন্যতম করদায় আরোপ করা হয়েছে। অত্র বিধান অনুসারে কোনো করদাতা মোট প্রাপ্তি (Gross Receipt) ৩ কোটি টাকার বেশি হলে তাকে নূন্যতম ০.৫% কর প্রদান করতে হবে।	অর্থ আইন,২০২০ এর মাধ্যমে সংশোধিত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি (৪) অনুযায়ী মোট প্রাপ্তি (Gross Receipt) ৩ কোটি টাকার বেশি হলে ০.৫% কর প্রদান করতে হচ্ছে অথচ পাইকারি পর্যায়ে একজন ব্যবসায়ীর এ পরিমাণ লাভ হয় না। এখানে ০.৫% এর স্থলে ০.২৫% হারে কর প্রদান করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	পাইকারি ব্যবসায়ীদের লেনদেনকৃত পণ্যের পরিমাণ বেশি বিক্রয় করলেও লাভের পরিমান কম হয়ে থাকে । একই পণ্য একাধিকবার ব্যবসায়ীদের হাত বদল হয়ে থাকে । ফলে এ পর্যায়ে পাইকারি বিক্রেতাদের গ্রস রিসিপ্ট এর উপর ০.৫% আরোপ করা হলে অনেক ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।
৬.	গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) এবং ব্যবসায়ের SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরনের বিষয়ে কোন বিধান নেই।	• কোম্পানির করযোগ্য আয়ের ৫% পর্যন্ত গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D), দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ের SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ করলে উক্ত আয় করমুক্ত ঘোষণা এবং ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট বি তে সংযুক্তির প্রস্তাব করছি। • এ ব্যাপারে নতুন প্রোভাইসো সংযোজন করার প্রস্তাব করছি, যাতে করে গবেষণাখাতে ব্যয় অর্থ তিনবছর পর্যন্ত ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যায়।	প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় সকল ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ উৎসাহিত করলে ব্যবসা ও শিল্পায়নে SDG সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহজতর হবে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৭.	30B. Treatment of disallowances Notwithstanding anything contained in section 82C or any loss or profit computed under the head "Income from business or profession", The amount of disallowances made under section 30 shall be treated separately as "Income from business or profession" and the tax shall be payable there or at the regular rate".	30B প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।	**"The amount of disallowances"** এটি একটি ব্যয় খাত। অগ্রাহ্যকৃত ব্যয়কে আয় হিসেবে গন্য করে সংযোজিত **30B** ধারা অনুযায়ী নিয়মিত হারে (**Regular Rate**) কর আরোপ করা হচ্ছে। ফলে রেয়াতি কর সুবিধা প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ট্যাক্সের থেকে বেশি পরিমাণ ট্যাক্স প্রদান করতে হচ্ছে। এরুপ দ্বৈত কর হারের কারণে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত জটিলতা থেকে নিরসনের জন্য নতুন সংযোজিত ধারা **30B.** Treatment of disallowances বাতিল করা প্রয়োজন।
৮.	বর্তমানে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যয় ও নতুন উদ্ভাবনের এবং কর্মচারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হলে আয়কর থেকে কোন সুবিধা পাওয়া যায় না।	• কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যয় ও নতুন উদ্ভাবনের এবং কর্মচারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হলে কর রেয়াত প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যয় ও নতুন উদ্ভাবনের ও কর্মচারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হলে জাতীয় উন্নয়নে তা ভূমিকা রাখতে পারবে।
৯.	জাতীয় রাজস্ববোর্ড কতৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী TIN **ধারী করদাতার সংখ্যার ৫০ লক্ষ কিন্তু নিয়মিত ২৪ লক্ষ TIN ধারী** নিয়মিত রিটার্ন সাবমিট করে থাকে।	• সম্পূর্ণ অটোমেটেড অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ন ও আয়কর প্রদানের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করছি। যাতে করে ট্যাক্স জমা দেওয়ার জন্য যেন কোন করদাতাকে কর কমিশনারের অফিসে না যেতে হয়।	যদি TIN **ধারী** ৫০ লক্ষ মানুষ আয়কর প্রদান করত তবে আয়করের পরিমাণ আরও বাড়ত। যেহেতু প্রতিবছর অপ্রদেয় আয়করদাতারা আয়কর প্রদান করছে না, তাই রাজস্ব ঘাটতি প্রতিবছর লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জিত হচ্ছে না। সম্পূর্ণ অটোমেটেড অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে কর প্রদানে উৎসাহ বাড়বে।
১০.	বর্তমান আয়কর অধ্যাদেশ ধারা -৫৩ বিবিবিবি কিছু নির্দিষ্ট পণ্য বাদে অন্যান্য রপ্তানীযোগ্য পণ্য থেকে কর কর্তন করার শর্ত রয়েছে। কিন্তু ভ্যাট আইনের মতো রপ্তানী/ প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। বর্তমানে মোট রপ্তানি মূল্যের উপর ১% করে অগ্রিম কর আরোপ করা হয়েছে।	• যেহেতু রপ্তানী/প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই, তাই এ ধারায় রপ্তানী/প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর নির্দিষ্ট হারে AIT আরোপ করার প্রস্তাব করছি।	প্রচ্ছন্ন রপ্তানী এই সেকশনে অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন। রপ্তানিকারক ও রাজস্ব বিভাগের উভয়েরই সুবিধার্থে যাতে করে রপ্তানিকারক ন্যায্য AIT প্রদান করে এবং সরকারের যথাযথ রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত হয়।
১১.	বিদ্যমান আইনে ট্রেডিং বা প্রফিট এন্ড লস একাউন্টে প্রদর্শিত খরচসমূহের উপর উৎসে কর কর্তন করা না হলে ধারা ৩০ অনুযায়ী খরচসমূহ অগ্রাহ্য করা হয় এবং মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত	• মূলধনীয় জাতীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন করা না হলে উহা অন্যান্য উৎসের আয় গণ্য না করে বরং	আয়কর অধ্যাদেশের নতুন উপধারা ৩২ সংযোজন যৌক্তিক নয়। এতে সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত কর আরোপ করার কারণে মানুষ কর প্রদানে নিরুৎসাহিত হবে এবং ব্যবসা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
	হারে কর আরোপ করা হয়। অর্থ আইন ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৯ এ নতুন উপ ধারা ৩২ সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে মূলধনী প্রকৃতির খরচের (capital expenditure) উপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎস কর কর্তন করা না হলে তা অন্যান্য উৎসের আয় হিসাবে গণ্য হবে।	উক্তমূলধনী সম্পত্তির উপর অবচয় প্রদান না করার জন্য প্রস্তাব করছি।	পরিচালন ব্যয় বাড়বে। স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরণের করারোপ বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করবে এবং ব্যবসার ব্যয় বাড়াবে। মূলধনী প্রকৃতির ব্যয়ের সাথে অবচয় জড়িত এবং সে কারণে উক্ত খরচকে ‘‘ব্যবসায়ের আয়” বিবেচনা অযৌক্তিক। এছাড়াও উৎসে কর কর্তন না করলে উৎসে কর্তনযোগ্য কর সুদসহ আদায়ের ব্যবস্থা আছে।
১২.	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ সংশোধন করে অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এর উপ ধারা ১ এর প্রোভাইসো এর Para B বিলুপ্ত করা হয়েছে। ফলে এখন থেকে ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Cost of sales- অংশ হয় এরূপ কোন direct materials ক্রয়ের ক্ষেত্রে, অথবা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Cost of goods sold-এর অংশ হয় এরূপ কোন direct materials ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধারা ৫২ এর sub-section (১) এর ক্লজ (b) এর আওতায় উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।	• এরূপক্ষেত্রে Cost of goods sold- এর অংশ হয় এরূপ কোন direct materials ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধারা ৫২ এর sub-section (১) এর ক্লজ (b) এর আওতায় উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য না করার জন্য অনুরোধ করা হল।	এভাবে উৎসে কর আরোপ করার বিভিন্ন বিধান নতুনভাবে সংযোজন করা হলেও ট্যাক্স রিটার্ন দেয়া বা সমন্বয় করার সময় তা অতটা সহজে করা যায় না। তাই এভাবে উৎসে কর আরোপ করে বিদ্যমান করদাতাদের উপর কর বোঝা না বাড়ানো উত্তম।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৩.	**ব্যাংকিং খাত** ব্যাংকিং খাতে সঞ্চয় বা সেভিং থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর ১০% - ১৫% উৎসে কর আরোপ করা হয়ে থাকে। সঞ্চয় পত্রের প্রথম ৫ লক্ষ টাকায় ৫% এবং পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকার উপর উৎসে কর ১০% আরোপ করা হয়েছে।	ব্যাংকে সঞ্চয় উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ন্যায় বিভিন্ন সঞ্চয়ী আমানতে এবং সকল সঞ্চয় পত্রের সুদের উপর ৫% হারে উৎসে কর আরোপ করার প্রস্তাব করছি।	সঞ্চয়ী আমানতের সুদের উপর ১০%-১৫% হারে উৎসে কর আরোপ ব্যাংকে আমানত রাখার প্রবণতা হ্রাস করে যা ব্যাংকের ঋণপ্রবাহ কমিয়ে বেসরকারি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করছে। আবার মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রাপ্ত আমানতে সুদ এর প্রকৃত অর্থমূল্য আরও হ্রাস পায়। ব্যাংকের আমানত প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য উৎসে কর হ্রাস করা আবশ্যক। পাশাপাশি জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ৫ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ১০% সুদ আরোপ করলে মধ্যবিত্ত যারা পেনশনের টাকা সঞ্চয় পত্র ক্রয় করেন, তারা বিপদে পড়বেন।

২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৪.	**পুঁজিবাজার** বর্তমানে করমুক্ত আয়ের তালিকায় বিকল্প অর্থায়ন সংস্থান ও পুঁজিবাজারের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো নেই। এখানে **মিউচ্যুয়াল ফান্ড** অথবা ইউনিট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয় (সুদ, মুনাফা বা ডিভিডেন্ড) কর মুক্ত আয় সীমা। **স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত** কোন কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত নগদ লভ্যাংশ খাতের আয় ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত আয় সীমা।	• ইক্যুইটি প্রোডাক্টের জন্য ৫ বছর কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি। • বিশেষত মিউচুয়াল ফান্ড, স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল এর আওতায় মিউচুয়াল ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও প্রাইভেট ক্যাপিটাল প্রোডাক্টের ডিভিডেন্ডের উপর সম্পূর্ণ কর মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।	ব্যাংক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে কর অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু ব্যাংক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমবে তাই মন্দ ঋণও হ্রাস পাবে।
১৫.	গ্রিনফিল্ড এবং চলমান অবকাঠামো প্রকল্প ও অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থানের জন্য পুঁজিবাজারে পরিকল্পণা ও নীতি নেই।	গ্রিনফিল্ড অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে পাঁচ বছরের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	ব্যাংক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমিয়ে অবকাঠামো প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
১৬.	**চামড়া শিল্পখাত** চামড়া শিল্প বিদ্যমান করপোরেট করের হার ২৫% (স্টক একচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানি হলে) ও ৩২.৫% (স্টক একঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানি না হলে)। তবে শতভাগ রপ্তানিমুখি হলে বিদ্যমান কর হার ৫০% হ্রাস হয়ে যথাক্রমে ১২.৫% ও ১৬.২৫% প্রযোজ্য হয়। কিন্তু তৈরি পোশাক খাতের ন্যায় চামড়া শিল্পে "গ্রীন বিল্ডিং সার্টিফিকেশন"- এর জন্য আলাদা কোন সুবিধা বিদ্যমান নেই।	রপ্তানি বহুমুখীকরনের জন্য তৈরি পোশাক খাতের ন্যায় চামড়া শিল্পের কর্পোরেট কর হার হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।	দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি শিল্পখাত হিসেবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং ফুটওয়্যার শিল্পখাতের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের মত হওয়া উচিত।
১৭.	**ইলেকট্রিক ভেহিকেল গাড়ির চার্জিং স্টেশন** ইলেকট্রিক গাড়ি ও অটো বাইকের ব্যবহার বর্তমানে বাড়ছে। তাই ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন প্রতিষ্ঠা করার চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু চাহিদা অনুপাতে চার্জিং স্টেশন এখনো গড়ে উঠেনি। কারণ ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ ও উপকরণ দেশীয়ভাবে উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য কোন কর অব্যাহতি ও আর্থিক প্রণোদনার সুযোগ বর্তমানে নেই।	ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ ও উপকরণ দেশীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের উপর কর অব্যাহতি প্রদান করা হলে পরিবেশ বান্ধব যানবাহন ব্যবহার করা জনগণের জন্য সহজতর হবে এবং ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে।